প্রতিভার খোঁজে টি গোল্ড কাপ

চা বাগান থেকে ফুটবলার তুলবে আইএফএ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : প্রথমে বাইচুং ভুটিয়া, তারপর সুনীল ছেত্রী। বিগত কয়েক দশক ধরে ভারতীয় ফুটবলের মুখ হয়ে থেকেছেন পাহাড়ি খেলোয়াড়রা। এখনও ভারতীয় ফুটবলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের ফুটবলাররাই। বাংলা থেকেই আরেকজন সুনীল বা বাইচুংকে তুলে আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছে শ্রম দপ্তর। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স-তরাই ও পাহাড়ের চা বাগানের ফুটবল প্রতিভাকে চিহ্নিত করতে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে হতে চলেছে 'টি গোল্ড কাপ'। প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্বে থাকছে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ)। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে শ্রম দপ্তরের সঙ্গে আইএফএ এবং চা বণিকসভার কর্তাদের বৈঠক হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হবে টি গোল্ড কাপ।

গত মঙ্গলবার শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না টি গোল্ড কাপ নিয়ে কলকাতায় একটি বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বরুণকুমার রায়, আইএফএ'র সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, চা বণিকসভা আইটিএ'র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা, টাই-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য প্রমুখ। আগামী ৩০ নভেম্বর শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন। তারপর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের আরেকটি বৈঠক হবে।

শ্রমমন্ত্রী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের চা বাগানের ফুটবল প্রতিভাকে তুলে আনতেই এই উদ্যোগ। আগামী ১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে।' আগে ফুটবলে দার্জিলিং গোল্ড কাপ চালু থাকলেও শুধু চা বাগানের জন্য এমন টি গোল্ড কাপ এই প্রথম।

শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার- এই চারটি জোনে প্রতিযোগিতাকে ভাগ করা হয়েছে। খেলা হবে পাঁচটি জায়গায়।

পায়ে বল, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। -সংবাদচিত্র

খেলা হবে

- ১৬ দলের টুর্নামেন্টে মোট ম্যাচ হবে ২৭টি
- শিবির করে ফুটবলার বাছাইয়ের দায়িত্বে থাকবে আইএফএ

এর জন্য বাছা হয়েছে দার্জিলিংয়ের লেবং, শিলিগুড়ির কমলা চা বাগান, জলপাইগুড়ির মেটেলি ও ওদলাবাড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়াকে। প্রতি জোন থেকে চারটি করে দল থাকবে। ১৬ দলের টুর্নামেন্টে মোট ম্যাচ হবে ২৭টি। তবে ফাইনাল কোথায় হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, টি গোল্ড কাপ থেকে উঠে আসা প্রতিভারা কলকাতা লিগ বা বাংলা দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেতে পারে। আইএফএ কর্তারাও চাইছেন, উত্তরবঙ্গ থেকে আরও ফুটবলার উঠে আসুক। এছাড়া রাজ্যের তরফে বাগান মালিকদেরও এই প্রতিযোগিতার জন্য প্রচার, পরিবহণের ব্যবস্থা করা, খেলোয়াড়-প্রশিক্ষক ও আধিকারিকদের থাকার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

চারটি জোনের চা বাগানের ফুটবলাররা তাঁদের নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন। এরপর আইএফএ শিবির করে প্রতিভার ভিত্তিতে খেলোয়াড় চিহ্নিত করবে। তাঁদের ঠাঁই মিলবে মূল দলে। পাহাড়ের ক্ষেত্রে সিক্কোনা বাগান থেকে যদি ভালো খেলোয়াড় মেলে, তবে তাঁরাও সুযোগ পেতে পারেন। চারটি জোন থেকে ১৬টি দল তৈরি করে দেবেন আইএফএ'র কোচ ও প্রশিক্ষকরাই। ১৮ বছরের বেশি বয়সি ফুটবলারদের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গেলে ডাবল ডোজের কোভিড ভ্যাকসিন আবশ্যক। মার্চের মধ্যেই পুরো টুর্নামেন্ট শেষ করে ফেলার টার্গেট হাতে নেওয়া হয়েছে। যে সময় খেলা হবে, তখন বাগানে বার্ষিক ছুটি চলে। ফলে শ্রমিকরাও খেলা দেখতে আসবেন।

শ্রম দপ্তরের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলিও। চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা জিয়াউল আলম বলেন, 'সাধুবাদযোগ্য প্রয়াস। বাগানে যে লেবার ক্লাবগুলি রয়েছে, সেগুলিকে যাতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে আনা হয়, তবে আরও ভালো হবে। এই ক্লাবগুলিতে ফুটবল ছাড়াও নানা খেলাধুলো চলে। সেই খেলোয়াড়রা সুযোগের অভাবে হারিয়ে যায়।'

কালিয়াগঞ্জ

স্কুলের মাঠে নেশার আসর

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : স্কুল তো নয়, যেন উড়তা পঞ্জাবের লিভিং ঠেক। সন্ধে নামলেই ওপেন বার। মদ-গাঁজার সঙ্গে থাকছে খাবারের ঢালাও আয়োজন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর জন্য প্রশাসনের নজরদারির অভাবই দায়ী। তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত, কালিয়াগঞ্জ পার্বতীসুন্দরী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ময়দান এখন অলিখিতভাবে সমাজবিরোধীদের আঁতুড়।

কী হচ্ছে সেখানে? স্থানীয়দের কথায়, প্রতি রাতে নিয়ম করে বসছে মদ-গাঁজার ঠেক। সকাল হলে মাংসের হাড়, ভাতের উচ্ছিষ্টও চোখে পড়ে। এছাড়াও বিলিতি মদের বোতল, প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে ময়দানে। রোজ ভোরে শরীরচর্চা করতে এসে মাঠের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। সপ্তাহ কিংবা মাসের নয়, এটা দৈনন্দিন কাহিনী।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাত বাড়তেই বিভিন্ন রকমের নেশাদ্রব্য ব্যবহারের পাশাপাশি চলে অশ্রাব্য গালিগালাজ। প্রায়শই কমবয়সি ছেলেমেয়েদের অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখা যায়। নিজেদের সম্মান রক্ষায় রাতে বাধ্য হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় স্থানীয়দের। মেয়েদের পক্ষে রাতে স্কুল মাঠের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এসব নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বাড়ছে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক নন্দন সাহা জানালেন, 'আমরা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেছি। আগামীতে স্থানীয়দের নিয়ে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে স্কুলের মাঠের পূর্বদিকে উচ্চ বাতিস্তম্ভ থাকলেও নজরদারি নেই। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নীলাঞ্জন সাহা জানালেন, 'কালিয়াগঞ্জ থানায় এই বিষয়ে একাধিকবার লিখিত অভিযোগ করেছি। স্থানীয় পুরসভাকেও জানিয়েছি।' পুর প্রশাসক শচীন সিংহ রায়ের বক্তব্য, 'শীঘ্রই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসিকে জানাব।' এনিয়ে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দীপাঞ্জন দাসের বক্তব্য, 'স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেব।'

ভোরের আলো পর্যটন হাবে হচ্ছে হেলিপ্যাড

পূর্ণেন্দু সরকার

প্রকল্প রূপায়ণ

- অতীতে গজলডোবার ভোরের আলোতে হেলিপ্যাড তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পর্যটন দপ্তর
- ওই সময় দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন গৌতম দেব
- তখন আন্দোলনের জেরে ওই প্রকল্প থেকে পিছু হটেছিল রাজ্য সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : গজলডোবার ভোরের আলোতে হেলিপ্যাড তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েও আন্দোলনের জেরে পিছু হটেছিল পর্যটন দপ্তর। এবার সেই ভোরের আলোতেই বিকল্প সরকারি জমিকে চিহ্নিত করে হেলিপ্যাড তৈরি করার উদ্যোগ নিল পূর্ত দপ্তর। হেলিপ্যাডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পূর্ত দপ্তরের কাছে রয়েছে। বুধবার ভোরের আলোর পর্যটন হাবের কাজের রিভিউ বৈঠক শেষে নতুন জমিতে হেলিপ্যাড করার কথা ঘোষণা করেন জেলা শাসক।

গজলডোবার মিলনপল্লিতে আবাদি জমিতে হেলিপ্যাড করা যাবে না বলে বিজেপির কৃষক ফ্রন্টের ব্যানারে অনিচ্ছুক কৃষকরা ২০১৯ সালে জোরদার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই প্রকল্প নিয়ে মামলাও হয়েছিল। তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব ঘটনাস্থলে এলে তাঁকে কালো পতাকাও দেখিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। পরে সেই প্রকল্পের কাজ থেকে সরে আসে রাজ্য। গত প্রায় আড়াই বছরে গজলডোবায় প্রস্তাবিত ওই হেলিপ্যাড তৈরি হয়নি।

এদিন জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু বলেছেন, 'জমি সংক্রান্ত বিষয়ে এতদিন হেলিপ্যাড করা যায়নি। এবার বিকল্প জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। নিজেও দেখে এসেছি। পূর্ত দপ্তর সম্মতিপত্র দিলেই পুলিশ কমিশনারেট, পর্যটন দপ্তর স্বাক্ষর করে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শুরু করা হবে।'

জেলা শাসক জানিয়েছেন, ভোরের আলোতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। পাশাপাশি সেতু নির্মাণ আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া ২০২৩ সালে সেতুর দু'পাশে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির কাজও শেষ করবে পূর্ত দপ্তর।

গজলডোবা ভোরের আলোতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে যানজট না হয় সেই পরিকল্পনাও নিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। এদিন দমকল বিভাগের কর্তাদেরও বৈঠকে ডাকা হয়েছিল অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য।

পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ বলেছেন, 'ভোরের আলোর পর্যটন হাবের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন দপ্তর কাজ করছে। হেলিপ্যাড নির্মাণ সহ অন্য সমস্ত কাজের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'

তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের বক্তব্য, 'গজলডোবা পর্যটন হাব মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। বিজেপি একসময় হেলিপ্যাডের জমি নিতে রাজ্যকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পাশে সবসময় আছেন সাধারণ মানুষ।' পালটা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেছেন, 'অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি নেওয়াতেই আন্দোলন হয়েছিল।' বৈঠকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অফিসার, উদ্যান ও কানন বিভাগের উত্তরবঙ্গের ডিএফও অঞ্জন গুহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাটখারা যন্ত্রের পরীক্ষা শিবির

হেলাপাকড়ি, ২৪ নভেম্বর : বুধবার হেলাপাকড়ি বাজারে ব্যবসায়ীদের বাটখারা যন্ত্রের পরীক্ষা শিবির করল ওয়েস্টবেঙ্গল লিগ্যাল মেট্রলজি। একদিবসীয় ওই শিবিরটি বাজারের দুর্গামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ওজন পরিমাপক যন্ত্র যেমন ম্যানুয়াল, ডিজিটাল কাঁটা, দাঁড়িপাল্লা ও যাবতীয় ওজন বাটখারা পরীক্ষা করা হয়। যন্ত্রে ত্রুটি থাকলে তা ত্রুটিমুক্ত করে সিলমোহর দিয়ে নতুন শংসাপত্রও দেওয়া হয়। পুরোনো শংসাপত্র নবীকরণও করে দেওয়া হয়। ইনস্পেকটর অফ লিগ্যাল মেট্রলজি ১৩ ধূপগুড়ির দেবব্রত মল্লিক জানিয়েছেন, জেলার বিভিন্ন হাট ও বাজারে প্রতি বছর এই শিবির করা হয়।

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
Toll Free : 1800 102 7447

পূর্ব রেলওয়ে

ডিসেম্বর ২০২১ মাসের জন্য পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচী

নম্বর ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২১-২২ তারিখ ঃ ২৩.১১.২০২১

ক্রঃ	ডিপো/ডিভি.	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বেলুড় ডিপো	বেলুড় ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	০৯/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১	২০/১২/২০২১	২৯/১২/২০২১
২.	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো এবং শিয়ালদহ ডিভিশন	০৩/১২/২০২১	১৪/১২/২০২১	২২/১২/২০২১	৩০/১২/২০২১
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো এবং মালদা ডিভিশন	০২/১২/২০২১	০৯/১২/২০২১	১৬/১২/২০২১	২৩/১২/২০২১
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	০২/১২/২০২১	১০/১২/২০২১	১৬/১২/২০২১	২৮/১২/২০২১
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	১০/১২/২০২১	১৭/১২/২০২১	২৪/১২/২০২১	৩০/১২/২০২১
৬.	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৩/১২/২০২১	১৪/১২/২০২১	২১/১২/২০২১	২৯/১২/২০২১
৭.	মালদা ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	০৭/১২/২০২১	১৭/১২/২০২১	২১/১২/২০২১	২৮/১২/২০২১

STORES-47/2021-22 চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/বিঅাই

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
হাওড়ার এক বাসিন্দা

আনন্দিত বিজয়ী বললেন, "আজকের দিনটা আমার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কোটিপতি হয়ে আজ আমি এতটাই খুশি যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আজ থেকে আমি আর আমার পরিবার ভালভাবে জীবনযাপন করার জন্য এক নতুন পথ খুঁজে পেলাম। আমাকে কোটিপতি করে তোলার জন্য ডিয়ার লটারির কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব। আজ আমি খুবই গর্বিত। আমার কোটিপতি হওয়ার খবর পেয়ে পরিবারের সবাই খুবই বিস্মিত, তারা প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি যে আমি এক কোটি টাকা জিতেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়। এই ডিয়ার লটারি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন এনেছে।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়ার এক বাসিন্দা গোবিন্দ গোপাল গুপ্তা - কে 28.09.2021 তারিখের ড্র-তে 83A 67100 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার।

কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল

OZONE

কোমর ব্যথা
কাঁধ ব্যথা
হাঁটু ব্যথা
পিঠ ব্যথা
ঘাড় ব্যথা

www.kwikpainrelief.com

লক্ষ্মীনারায়ণ কর্মকার
জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

শুন শুন শুন আরে বাবা শুন KWIK পীড়ানাশক তেল
মেঁ বড়ে বড়ে গুণ... তবে কেন ব্যবহার করব না.. এবং
ব্যথায় আরাম পাব

100% AYURVEDIC
120ML ₹283MRP
NEW LAUNCH
30gm ₹85MRP

For RM Practitioner only

ওজোন কোং - এর পুরো নাম পড়ে নিয়ে কিনুন

মলমের আকারেও পাওয়া যাচ্ছে

KWIK Pain Relieving Oil
PAIN RELIEVING OIL & GEL

হায় KWIK পীড়ানাশক তেল শুরুতেই যদি ব্যবহার করতাম!

1 প্রথমে ভাবলাম ব্যবহার করব কি করব না? 2 ভাবলাম আরও কিছু সময় অপেক্ষা করি!
3 নিজের কিছু বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম! 4 কোম্পানির বিজ্ঞাপনে লাভান্বিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জিজ্ঞেস করলাম!
5 ভাবলাম এই লোকরা কোম্পানির ঠিক করা নয় তো 6 ভাবলাম ২৮৩/- টাকার তো ব্যাপার, তাহলে ব্যবহার করেই দেখে নিই...

ব্যবহার করার পর ধারণা বদলে গেল
যে সত্যিই এত KWIK RESPONSE

এইজন্য বেশি চিন্তা করবে না..KWIK যাও KWIK আনো

BUY ONLINE: Flipkart amazon 1mg kwikpainrelief kwikpainrelief সমস্ত মেডিকেল এবং আয়ুর্বেদিক স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে

Superstockiest- Dev Marketing Kolkotta 033-40037386
Distributor/stockiest enquiry-8127080666
Helpline No.: 8127080666 7328008854

DISTRIBUTOR- Alipurduar: 9733174001, 9749021312, 9093757723 Arambag: 9734242947 Balurghat: 9614022931 Bankura: 9932262651 Behrampore: 7585032975 Burdwan: 9800755734 Coochbehar: 6291765881 Coochbehar(dinhata): 9932352942 Falakata: 7908525416 Gangarampur: 9933538589 Gazole: 9332299432Hooghly: 9804179118 Jalpaiguri(dhupguri): 8250593779 Jalpaiguri: 9832485772 Islampur : 9547815102 Malda: 7001898273 Mathabhanga: 9046047425Raiganj: 7001346078 Siliguri (darjeeling): 9434817874 Siliguri: 9749720184, 9641146529, 9932486797 Tufanganj: 8436818958

কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল কুইক পীড়ানাশক তেল